যুগান্তর

তারিখ ...13 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৩...

বরিশাল আছমত আলী খান ইন্সটিটিউশন

আগে প্রয়োজন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরে পদ্ধতি

প্রাচুর্য রানা, *বরিশাল ব্যুরো*

শিক্ষকদের আগে প্রশিক্ষণ দিয়ে তারপর সৃজনশীল পদ্ধতিটি চালু করলে সুফল পাওয়া যেত বলে জানান বরিশালের ঐতিহ্যবাহী আছমত আলী খান (একে) ইন্সটিটিউশনের শিক্ষকরা। তারা বলেন, আগের শিক্ষা পদ্ধতির চেয়ে বর্তমানের এই পদ্ধতি অনেক যুগোপযোগী হলেও ব্যবস্থাপনার অভাবে মার খাচ্ছে। শহরের প্রথম শ্রেণীর সরকারি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পদ্ধতিটি রপ্ত করতে পারলেও বরাবরের মতোই পিছিয়ে থাকছে গ্রাম অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলো। বিশেষ করে সৃজনশীল গুরুর পর তাদের অবস্থার মান নিচে নেমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ফলাফলে উন্নতি খোলা চোখে দেখা গেলেও আদতে শিক্ষার্থীদের তেমন একটা উন্নতি ঘটছে না। যার ফলে বাড়ছে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার শঙ্কা। বিশেষ করে এই পদ্ধতির প্রতি ভীতি সৃষ্টি হয়েছে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এইচএম জসিম উদ্দিন জানান, ১৯১৩ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এখন থেকে উত্তীর্ণরা সমাজে অনেক কৃতিত্ব রেখেছেন। মধ্যম সারির বিদ্যালয় হওয়ায় কিছুটা কম মেধাবী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরাই এখানে ভর্তি হয়। তাই এসব শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের সময় ও পরিশ্রম দু'টোই দিতে হয় অনেক বেশি। জিপিএ-৫ না পেলেও

পরে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

পরে : প্রশিক্ষণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জেএসসি, এসএসসি পরীক্ষায় ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে এ বছরও।

তিনি জানান, দেশের সব স্কুলের শিক্ষার্থীরা সমানভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে যেমন শিক্ষার্থীদের মেধার পার্থক্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামো নেই, তেমনি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও সমান প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নন। যার ফলে দেশের সব স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃজনশীল পদ্ধতি একইভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বিশেষ করে আগে শিক্ষকদের অন্তত ২-৩ বছর প্রশিক্ষণ দিয়ে তারপর পদ্ধতি চালু করা উচিৎ ছিল। অথচ ঘটেছে উল্টো। আগে পদ্ধতি চালু করে এখন শিক্ষকদের ৩ দিন, ৭ দিন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, যা কোনোভাবেই পর্যাপ্ত নয়। আবার যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তাদের উভয়েরই রয়েছে ঘাটতি। এতে একদিকে একজন শিক্ষক যেমন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না, তেমনি একজন প্রশিক্ষকও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষকও পাননি। এছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়েই রয়েছে ভৌত অবকাঠামোর অভাব। বিশেষ করে সৃজনশীল পদ্ধতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ দলীয় অনুশীলন। অথচ এজন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ, টেবিল, চেয়ার, আসবাবপত্র কিছুই নেই এই বিদ্যালয়ে।

পাশাপাশি পূর্বের পাঠ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থীকে বাসায় বসে তার অভিভাবকও দেখিয়ে দিতে পারতেন বলে জানিয়ে তিনি বলেন, কিন্তু বর্তমান পদ্ধতির কারণে অভিভাবকরাও হকচকিয়ে যান। ফলে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি জানান, চারুকারু, ক্যারিয়ার শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা নামে তিন বিষয় সরকার চালু করলেও বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য ওই সব বিষয়ে শিক্ষকদের কোনো পদ সৃষ্টি করা হয়নি। একদিকে শিক্ষক সংকট, অন্যদিকে নতুন বিষয় সংযোজনে আমাদের এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসাব বিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ইসরাত জাহান সিলভি বলেন, একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা এই চারটি বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। কিন্তু আগের পাঠদান পদ্ধতি অনুযায়ী শুধু জ্ঞান ও অনুধাবন দুটি দিকই দেখা হতো। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার বিষয়টি প্রযোজ্য ছিল। বর্তমান সৃজনশীল পদ্ধতিতে চারটি বিষয়ই প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে একজন শিক্ষার্থী আগের চেয়ে আরও বেশি দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। গণিতের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক কাঞ্চন আলী বলেন, মাত্র তিনদিনের প্রশিক্ষণে ভালো ক্লাস নেয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে গণিতের জন্য শিক্ষকদের আরও বেশি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। একই কথা জানালেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সৈয়দ গোলাম মাসউদ বাবলু। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কাল ছাপা হবে : বরিশাল মোহনগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ